চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২২-২০২৩

ভর্তি নির্দেশিকা

ইউনিট পরিচিতি

A ইউনিট

(বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট
জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

B ইউনিট

(কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

C ইউনিট

(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

D ইউনিট

(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ
শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ
জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২২-২০২৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের A ইউনিটের অন্তর্গত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এসসি (সম্মান)/বি. ফার্ম/বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। ফার্মেসী বিভাগে বি. ফার্ম কোর্স ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ১৬ ও ১৭ মে ২০২৩ তারিখ (মঙ্গলবার ও বুধবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিষয়	সাধারণ আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	১১০
	রসায়ন	১১০
	গণিত	১১০
	পরিসংখ্যান	১১০
	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	৩০
	ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	
	ফরেস্ট্রি	৪০
	পরিবেশ বিজ্ঞান	৩৫
জীব বিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণিবিদ্যা	১০০
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	১০০
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	৪০
	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	৪০
	মাইক্রোবায়োলজি	৪০
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	৫০
	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	৩৫
	মনোবিজ্ঞান	২৫
	ফার্মেসী	৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৬৫
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৫
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস	৪০
	ওশানোগ্রাফি	২৫
	ফিশারিজ	২৫
	মোট	১২১৫

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.২৫ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ রয়েছে তারা A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। A ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	বিভাগ/বিষয়	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	রসায়ন	রসায়ন ও গণিত/পদার্থবিদ্যা উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	গণিত	গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	পরিসংখ্যান		
	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	রসায়ন ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	ফরেস্ট্রি	গণিত ও জীব বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	চ.বি মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
	পরিবেশ বিজ্ঞান		
জীব বিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণিবিদ্যা	জীব বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	জীব বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	X	X

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	বিভাগ/বিষয়/ ইনস্টিটিউট	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা
জীব বিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	জীব বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মাইক্রোবায়োলজি	জীব বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	রসায়ন ও জীব বিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	রসায়ন, জীব বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মনোবিজ্ঞান	X	X
	ফার্মেসী	জীব বিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৪.০০ পেতে হবে।	X
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৪.০০ পেতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে কমপক্ষে ০৮ নম্বর পেতে হবে।
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস	গণিত ও জীব বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	ওশানোগ্রাফি		
	ফিশারিজ		

৪। A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার বিষয়, বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন ও ন্যূনতম পাশ নম্বরঃ

পরীক্ষার বিষয়	নম্বর
বাংলা	১০
ইংরেজি	১৫
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীব বিজ্ঞান (ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে যে কোন ০৩টি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে)	২৫×৩=৭৫
মোট নম্বরঃ	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	
নোটঃ ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ০৩ নম্বর ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৪ নম্বর পেতে হবে।	

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক) ১২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

চ) ভর্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ছ) ভর্তি পরীক্ষায় জীব বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

জ) উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/জিপিএ

ঝ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

A ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪৩১১
মোবাইল নম্বরঃ 01555555135 (বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555142 (জীব বিজ্ঞান অনুষদ),
01555555156 (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), 01555555157 (মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ)

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫, E-mail: admission@cu.ac.bd
মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141, টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

B ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২২-২০২৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত নিম্নোক্ত ১৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ/বি.এড. (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ১৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ১৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ/বি.এড. (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার (মানবিক/মিউজিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ) সকল শাখার আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ১৮ ও ১৯ মে ২০২৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট	আসন সংখ্যা		
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা			১১০
	ইংরেজি			১১০
	ইতিহাস			১২০
	দর্শন			১২০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি			১২০
	আরবি	১১৮টি- আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	২ অন্যান্য	১২০
	ইসলামিক স্টাডিজ	১১৭টি -আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৩ অন্যান্য	১২০
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট Language & Linguistics			৪১
	ফারসি ভাষা ও সাহিত্য			৫০
	পালি	৮০টি - বৌদ্ধ ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য	৮৫
	সংস্কৃত	৬৫টি-হিন্দু ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য	৭০
	ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (বি.এড) (মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/ সমাজ বিজ্ঞান শাখা ৪০টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৪০ টি এবং বিজ্ঞান শাখা ২৫টি)			১০৫
	বাংলাদেশ স্টাডিজ			৫০
			মোট=	১২২১

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে অথবা একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল আবেদনকারী বর্ণিত বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে মানবিক গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা	--	বাংলা ১৭, ইংরেজি ০৮ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৫ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইংরেজি	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজি ১৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৫ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ স্টাডিজ	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ০৮ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৫ নম্বর পেতে হবে।	--
	আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ	দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরবি/ইসলামী শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজি বিষয়ে উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশ গ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা ০৭ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ০৬ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৩ নম্বর পেতে হবে।	আরবি বিভাগের মোট আসনের ১১৮টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ০২টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে সমমান অন্যান্য শাখা হতে ভর্তি করা হবে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোট আসনের ১১৭টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ৩টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে সমমান অন্যান্য শাখা হতে ভর্তি করা হবে।
	পালি	মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পালি বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা ০৭ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ০৬ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৩ নম্বর পেতে হবে।	পালি বিভাগের মোট আসনের ৮০টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	সংস্কৃত	মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য (সংস্কৃত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা ০৭ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ০৬ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৩ নম্বর পেতে হবে।	সংস্কৃত বিভাগের মোট আসনের ৬৫টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএল)	--	বাংলা ০৯ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ১৬ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৫ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর)	১. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মানবিক/ সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর.-এ মানবিক/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ২. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর.-এ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ে জীব বিজ্ঞান/গণিত পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। ৩. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা ব্যবসায় শিক্ষা/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই. আর-এ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।	বাংলা ০৯ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৯, ইংরেজিতে ০৮ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৫ নম্বর পেতে হবে।	--

৪। B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	৩০
ইংরেজি	৩০
সাধারণ জ্ঞান	৪০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

নোটঃ ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ০৭ নম্বর, ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৬ নম্বর ও সাধারণ জ্ঞানে ন্যূনতম ১৩ নম্বর পেতে হবে।

***উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ০৯।**

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক) ১২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪৪৭১ মোবাইল নম্বরঃ 01555555136; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫, E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141, টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

B1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত B1 উপ-ইউনিটের আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ/বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ. (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার (মানবিক/মিউজিক/ সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ) সকল শাখার আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিম্নোক্ত ৩টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বিভাগ/ইনস্টিটিউট ভিত্তিক ২০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে) প্রযোজ্য হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৪ মে ২০২৩ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ০৯:৪৫ টা

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতীত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট	আসন সংখ্যা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ B1 উপ-ইউনিট	নাট্যকলা (ছাত্র ১৮ ও ছাত্রী ১৭)	৩৫
	চারুকলা ইনস্টিটিউট	৬০
	সংগীত	৩০
	মোট	১২৫

বিঃ দ্রঃ নাট্যকলা বিভাগে ১৮টি আসনে ছাত্র এবং ১৭টি আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হবে; তবে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাতের তারতম্য হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের আসন ছাত্রী দ্বারা অথবা ছাত্রীর আসন ছাত্র দ্বারা মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা যাবে।

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে অথবা একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/ উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল আবেদনকারী বর্ণিত বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে মানবিক গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ B1 উপ-ইউনিট	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সংগীত বিভাগ	--	বাংলা ০৬ /ঐচ্ছিক ইংরেজি ০৮, ইংরেজিতে ০৫ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১৭ নম্বর পেতে হবে।	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সংগীত বিভাগে (সাধারণ ও কোটার আসনে) ভর্তিচ্ছু ও (MCQ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পর অপশন প্রদানের ভিত্তিতে ২০ নম্বরের অতিরিক্ত একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হবে (পাশ নম্বর ৮)। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

বিঃদ্রঃ ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/-টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

৪। B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	২৫
ইংরেজি	২৫
সাধারণ জ্ঞান	৫০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

নোটঃ ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ০৬ নম্বর, ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৫ নম্বর ও সাধারণ জ্ঞানে ন্যূনতম ১৭ নম্বর পেতে হবে।

***উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ০৮।**

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক+ব্যবহারিক) ১৪০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B1 উপ-ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪৪৭১ মোবাইল নম্বরঃ 01555555136; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

C-ইউনিট

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২২-২০২৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে চার (৪) বছর মেয়াদী ১ম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২০ ও ২১ মে ২০২৩ তারিখ (শনিবার ও রবিবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে ১ম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত):

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৮৭
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২০
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৬৫
	মানবিক গ্রুপ	০৫
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৪০
	ফাইন্যান্স বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৯৫
	মানবিক গ্রুপ	০৫
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১০
	মার্কেটিং বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৭৭
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৫০
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৪৭
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ	
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৬৭
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
	মোট	৬৪০

Sadar. U/F:Drive All doc. admission 2022-23

গ্রুপ পরিচিতিঃ C ইউনিট

C: উচ্চ মাধ্যমিক (ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ)/হিসাব বিজ্ঞান বিষয়সহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের গ্রুপ।

C1: উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক গ্রুপ)/হিসাব বিজ্ঞান বিষয় ব্যতিত, তবে অর্থনীতিসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের গ্রুপ।

C2: উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান গ্রুপ)/হিসাব বিজ্ঞান বিষয় ব্যতিত, তবে গণিতসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অথবা ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের গ্রুপ।

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

(i) যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই গণিত বিষয় থাকতে হবে।
মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই অর্থনীতি বিষয় থাকতে হবে।

(ii) যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের Accounting/Higher Accounting সহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

(iii) যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের Accounting/Higher Accounting ব্যতিত, তবে অর্থনীতিসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C1 গ্রুপ মানবিক শাখায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

(iv) যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের Accounting/Higher Accounting ব্যতিত, তবে গণিতসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C2 গ্রুপ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

(v) যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা C/C1/C2 গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(vi) যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত C/C1/C2 গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে অথবা একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(vii) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল আবেদনকারী অর্থনীতি বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মানবিক গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৩। C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ (C)	
বিষয়	নম্বর
ইংরেজি	৩০
হিসাব বিজ্ঞান	৩৫
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৩৫
মোটঃ	১০০
পাশ নম্বরঃ	৪০

এছাড়াও, আবেদনকারীর বিষয় ভিত্তিক পাশ নম্বর নিম্নরূপঃ

ইংরেজি	৮
হিসাব বিজ্ঞান	১২
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	১২

মানবিক গ্রুপ (C1)	
বিষয়	নম্বর
ইংরেজি	৩০
অর্থনীতি	৭০
মোটঃ	১০০
পাশ নম্বরঃ	৪০

এছাড়াও, আবেদনকারীর বিষয় ভিত্তিক পাশ নম্বর নিম্নরূপঃ

ইংরেজি	৮
অর্থনীতি	২৪

বিজ্ঞান গ্রুপ (C2)	
বিষয়	নম্বর
ইংরেজি	৩০
গণিত	৭০
মোটঃ	১০০
পাশ নম্বরঃ	৪০

এছাড়াও, আবেদনকারীর বিষয় ভিত্তিক পাশ নম্বর নিম্নরূপঃ

ইংরেজি	৮
গণিত	২৪

৪। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক) ১২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি/ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

চ) ভর্তি পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ছ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

C ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৯৩ মোবাইল নম্বরঃ 01555555137
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

D ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২২-২০২৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ, আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (উচ্চ মাধ্যমিকে মানবিক শাখা) ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এস.এস (সম্মান)/এলএলবি (সম্মান)/বি.এসসি (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদের অধীন সকল বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২২ ও ২৩ মে ২০২৩ তারিখ (সোমবার ও মঙ্গলবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	**অর্থনীতি বিভাগ**	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৪০
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৬৬
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	সমাজতত্ত্ব বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	লোকপ্রশাসন বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	নৃবিজ্ঞান বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ**	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	২৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১২
	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	১১৫
জীববিজ্ঞান অনুষদ (শুধুমাত্র মানবিক শাখার জন্য)	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	১০
	মনোবিজ্ঞান	১৫
	মোটঃ	৯৫৮

বিঃ দ্রঃ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগসমূহে কোন গ্রুপের আসন খালি থাকলে অন্য গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা মেধাক্রমানুসারে খালি আসন পূরণ করা যাবে।

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা D ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে নিম্নে **উল্লিখিত অনুষদ ভিত্তিক ন্যূনতম যোগ্যতাও প্রযোজ্য হবে।**

২.১। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ রয়েছে তারা আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (মানবিক গ্রুপের আসনের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৪। যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান/বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ ও আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে অথবা একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল আবেদনকারী বর্ণিত বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে মানবিক গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। D ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	অর্থনীতি	--	অর্থনীতি/গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ২.০০	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	রাজনীতি বিজ্ঞান		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	সমাজতত্ত্ব		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	লোকপ্রশাসন		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	নৃবিজ্ঞান		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স		--	বাংলা ১০ ইংরেজি ১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে।	উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে।	বাংলা ১০ ইংরেজি ১৫ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৮
জীববিজ্ঞান অনুষদ	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	ভূগোল বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	ভূগোল বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা ৮ ইংরেজি ৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৭
	মনোবিজ্ঞান	মনোবিজ্ঞান বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা ৮ ইংরেজি ৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা ৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি ৭

৪। D ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	৩০
ইংরেজি	৩০
বিশ্লেষণ দক্ষতা	২০
সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি	২০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

***উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে আইন এবং সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে পাশ নম্বর ১০ ও অন্যান্য বিভাগে পাশ নম্বর ৮।**

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক) ১২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাঙ্কের সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্লেষণ দক্ষতা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

D ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪৩৯৮ মোবাইল নম্বরঃ 01555555138 (সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555139 (আইন অনুষদ), 01555555142 (জীববিজ্ঞান অনুষদ)।
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd, মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

D1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত D1 উপ-ইউনিটের আওতায় ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বিপিই (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এ বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

D ইউনিটভুক্ত শিক্ষা অনুষদের অধীন ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের D1 উপ-ইউনিটে আবেদন করতে হবে। D1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ বিভাগে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ৩০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে) প্রযোজ্য হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/- (একশত) টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৫ মে ২০২৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ সকাল ০৯:৪৫ টা

১। এ বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
শিক্ষা অনুষদ (D1 উপ-ইউনিট)	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	৩০

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

২.১। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ রয়েছে তারা শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল আবেদনকারী ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান/ বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে জিসিই 'এ'(A) লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে অথবা একাউন্টিং, বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, গণিত বিষয়ের যে কোন ২/৩ টি বিষয়ে বর্ণিত গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যে সকল আবেদনকারী বর্ণিত বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে মানবিক গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারীকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।
৩। D1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
শিক্ষা অনুষদ D1 উপ-ইউনিট	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	--	--	বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি ৮ ইংরেজি ৭ সাধারণ জ্ঞান ৮ ব্যবহারিক পরীক্ষা: ফিল্ড টেস্ট ১২ খেলাধুলার সনদ ২

৪। D1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ		
বিষয়		নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*		৩৫
ইংরেজি		৩০
সাধারণ জ্ঞান		৩৫
মোট		১০০
পাশ নম্বরঃ ৩৫		
শুধুমাত্র পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ২৫ এবং বিকেএসপি কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০		
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের অবশ্যই ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।)	ফিল্ড টেস্ট	২০
	খেলাধুলার সনদ	১০

***উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ৮।**

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ ও কোটার আসনে ৩৫ (শুধুমাত্র বিকেএসপি কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০ ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ২৫) এবং তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে।

iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক+ব্যবহারিক) ১৫০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

D1 উপ-ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪৩৯৮ মোবাইল নম্বরঃ 01555555138 (সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555139 (আইন অনুষদ), 01555555165 (শিক্ষা অনুষদ), 01555555137 (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ), 01555555142 (জীববিজ্ঞান অনুষদ)।
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ০২৩৩৪৪৬০৭৬৫-৭৪, ৭৯-৯১, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ওয়েবসাইট : (https://admission.cu.ac.bd)

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির নিয়মাবলীঃ

১.	এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে।
২.	i) ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ii) ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০=২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের ফলাফল তৈরী করা হবে। iii) ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক) ১২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে। iv) তবে B1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে একই নিয়মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ) এর নম্বর যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ) নম্বরে ফলাফল তৈরি করা হবে এবং ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক+ব্যবহারিক) ১৪০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে। v) **D1** উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ এবং কোটার আসনে ৩৫ **(শুধুমাত্র বিকেএসপি কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০ ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ২৫)** ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে একই নিয়মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ) এর নম্বর যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল তৈরি করা হবে এবং ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব সর্বমোট (MCQ+SSC & HSC/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র এর গুণিতক+ব্যবহারিক) ১৫০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ (পাঁচ) নম্বর কর্তন করে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল

	মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে। মেধাস্কোর সমান হলে ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত ইউনিট/উপ-ইউনিট ভিত্তিক নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী মেধাক্রমঃ প্রস্তুত করা হবে।
৩.	প্রশ্নপত্র (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সাধারণত বাংলায় প্রণীত হবে। তবে কোন ইউনিটে ইংরেজি মাধ্যমের ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী থাকলে তাদের জন্য সেই ইউনিটে বাংলায় প্রণীত প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অনূদিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে।
৪.	কোন আবেদনকারী ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। GCE O/A লেভেলের আবেদনকারীদেরকে ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।
৫.	ভর্তিচ্ছু সকল আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে অথবা চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে (https://admission.cu.ac.bd) জেনে নিতে হবে। চিঠির মাধ্যমে কোন আবেদনকারীকে কিছু জানানো হবে না।
৬.	ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান স্ব স্ব ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে প্রচার করা হবে। আবেদনকারীকে নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত কক্ষ নম্বর ও আসন সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিয়ে পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট কক্ষ ও আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে।
৭.	ভর্তি পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে থেকে বিস্তারিত আসন বিন্যাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারীকে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসন বিন্যাস জানিয়ে দেয়া হবে।
৮.	ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
৯.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো শুধুমাত্র কালো কালির বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে, যাতে বৃত্তের লেখাগুলো দেখা না যায়। অন্য কালি দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা বা লেখা যাবে না। প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তরপত্রের সাথে প্রশ্নপত্রও জমা নেয়া হবে। কোন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার হলের বাইরে কোন অবস্থাতেই যেতে দেয়া হবে না।
১০.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তাই এটি ভাঁজ করা বা ষ্ট্যাপল করা বা এর সাথে কিছু যুক্ত করা বা এতে কোন অবাঞ্ছিত দাগ দেয়া যাবে না।
১১.	উত্তরপত্রে Roll No. ও Application ID না লিখলে বা ভুল লিখলে বা ঘষামাজা করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিট/উপ-ইউনিটের ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে FX-100 বা এর নিচে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন/সীম ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, পরীক্ষার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হবে।

১৩.	কোন আবেদনকারী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোন অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪.	প্রক্সির মাধ্যমে কেউ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে তার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোর্পদ করা হবে।
১৫.	ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে এমনকি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, আবেদনকারীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে আবেদনকারীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/অথবা ভর্তি পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ/বিষয়/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন বাতিল হবে।
১৬.	মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা ও ফলাফল ভর্তি পরীক্ষার পরে যথোপযুক্ত দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১৭.	মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) এবং Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। বিভাগ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে যে বিভাগগুলো প্রদর্শিত হবে সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে সতর্কতার সহিত উল্লেখ করতে হবে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত সব কয়টি বিভাগই পছন্দের তালিকায় থাকতে হবে। পরবর্তীতে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধাক্রম ও ভর্তির যোগ্যতা অনুসারে বিভাগ বন্টনের তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে। উক্ত তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে তার জন্য নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী SSC/সমমান এবং HSC/সমমান এর মূল নম্বরফর্দসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে উপস্থিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে SSC/সমমান এবং HSC/সমমান এর মূল নম্বরফর্দ জমা রাখা হবে। (সকল কাগজপত্র/ডকুমেন্ট-এর ১ সেট ফটোকপি ও মূলকপি সঙ্গে রাখতে হবে)
১৮.	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে SIF (অনলাইনে পূরণকৃত) এর ডাউনলোডকৃত হার্ডকপির সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে।
১৯.	ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
২০.	ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
২১.	**কোটায় ভর্তির নিয়মাবলীঃ**
	এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও নিম্নোক্ত কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে আবেদনকারীর ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে (তবে প্রতিবন্ধী কোটায় মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার জিপিএ শিথিলযোগ্য)। এছাড়াও নিম্নে যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের সে শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া অন্যান্য সকল কোটায় আবেদনকারীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পাবে তাদেরকে উত্তীর্ণ হিসেবে গন্য করা হবে। তবে D1 উপ-ইউনিটে শুধুমাত্র বিকেএসপি কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০ ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ২৫। এক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক পাশের বাধ্যবাধকতা

থাকবে না। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে উপরোক্ত ২নং ক্রমিকে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা, নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

(ক) **মুক্তিযোদ্ধা কোটাঃ** (FFQ1/ FFQ2)

এ কোটায় ভর্তির বেলায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র/কন্যাদের ভর্তি করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা FFQ1 এবং মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যা (নাতি/নাতনি) FFQ2 হিসেবে গন্য হবে। এ কোটায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের (নাতি/নাতনি) আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি/নাতিনীকে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তাদের পিতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্র গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭.৭৭২ তারিখ ১৯ জুন ২০১৭ বিবেচ্য।

"……

……

০২) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ, ভর্তি ও PRL সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের বিষয়টি তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাবলী জারী করা হলোঃ

ক) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লাল মুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকায় থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের website (www.molwa.gov.bd) : এ প্রকাশিত লালমুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকার সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে আবেদনকারীর উপস্থাপিত লাল মুক্তিবার্তা কিংবা ভারতীয় তালিকা কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে website-এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খিস্ট্রাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে।

……

খ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম ভারতীয় তালিকা কিংবা লাল মুক্তিবার্তায় না থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁর অনুকূলে

i) গেজেট ও সাময়িক সনদ কিংবা

ii) গেজেট ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (বামুস) কিংবা

iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ থাকে

তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গেজেট, সাময়িক সনদ/বামুস সনদ এর সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে আবেদনকারীর উপস্থাপিত গেজেট ও সাময়িক সনদ/গেজেট ও বামুস সনদ/গেজেট ও সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ এর সাথে website-এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে।

.....

গ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকায় নেই, কিন্তু তাঁর অনুকূলে শুধুমাত্র

i) গেজেট কিংবা

ii) সাময়িক সনদ কিংবা

iii) বামুস সনদ কিংবা

iv) সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ

থাকলেও তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না তবে তাঁর নাম গেজেটসহ উপরিউক্ত (গ) এর (ii), (iii), (iv) এর যে কোন একটি প্রমাণক থাকলে অনুচ্ছেদ ২ (খ) মোতাবেক অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

ঘ) .....

ঙ) অনুচ্ছেদ ২ এর ক, খ, গ ও ঘ এ বর্ণিত নির্দেশনার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মতামত/প্রত্যয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে।

.....

মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং যথাযথ ওয়ারিশ সনদসহ উপযুক্ত প্রমাণপত্র সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিকৃত আবেদনকারীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারের দিন আবেদনকারীদের প্রদত্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক অনলাইনে যাচাই-বাছাই করা হবে।

(খ) **ওয়ার্ড কোটাঃ (WQ)**

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত এবং যে কোন প্রকার ছুটিতে থাকা (পিআরএলসহ) শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান (পোষ্য ছাড়া) এবং স্বামী/স্ত্রীকে ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান বা স্বামী/স্ত্রীকে উক্ত মৃত্যুবরণকারীর চাকুরীর বয়সসীমা পর্যন্ত ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে।

এ কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

এ পর্যায়ের আবেদনকারীদের তাদের পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী যে বিভাগ/অফিস/ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি/অফিস প্রধান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নিকট হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।

(গ)	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটাঃ (TQ)
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে তারা কোন্ নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি)/জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির আবেদনকারীরাও এ কোটায় আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হবে। নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ঘ)	অ-উপজাতি কোটাঃ (NTQ)
	পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীরা এ কোটায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সনদপত্র গ্রহণ করে তা অবশ্যই সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।
	অ-উপজাতি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অ-উপজাতি সনদের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ঙ)	বিকেএসপি কোটাঃ (BKSPQ)
	এ কোটায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের কপি সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।
	বিকেএসপি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(চ)	অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটাঃ (SEGQ)
	চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন জাতিগোষ্ঠি ব্যতিরেকে অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি যারা বাঙালী নয় তারা এ কোটায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তারা কোন্ জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য এ কোটায় আবেদন করা যাবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ছ)	শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটাঃ (দৃষ্টি/বাক/শ্রবণ) (PCQ)
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিকতার সনদপত্র জমা দেয়ার পর যাচাই/বাছাই সাপেক্ষে স্ব স্ব ইউনিট কর্তৃক ভর্তি যোগ্য আবেদনকারীদের মেধাতালিকা তৈরী করা হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না। যাদের (i) ২০১৯ বা ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৫.২৫ আছে অথবা (ii) ২০১৯ বা ২০২০ সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায়

	ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড, ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'ডি'/সমমান গ্রেড এবং ২০২১ বা ২০২২ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড, ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'ডি'/সমমান গ্রেড আছে তারা ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। **শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায়** ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্য শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত মোট জিপিএ-কে ২ দিয়ে গুণ করে ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ (এক) নম্বর কর্তন করে মেধাক্রমানুসারে মেডিকেল টিম এর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সরাসরি ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হবে। তবে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা নির্ধারিত আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমানুসারে যোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন করা হবে। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে ভর্তির জন্য এ কোটায় আবেদন করা যাবে।
(জ)	**পেশাদার খেলোয়াড় কোটাঃ (PPQ)**
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জাতীয় দল/ঢাকা কেন্দ্রীক শীর্ষস্থানীয় লীগের (যেমন: প্রিমিয়ার ডিভিশন লীগ, বি লীগ, প্রফেশনাল লীগ) খেলোয়াড় হতে হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের নিম্নেবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবেঃ ১. সংশ্লিষ্ট খেলার জাতীয় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক খেলায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র। ২. সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের ফেডারেশন প্রদত্ত খেলোয়াড় রেজিষ্টেশন কার্ড/পরিচয় পত্র। ৩. সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উক্ত ক্লাবের খেলোয়াড় সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ব্যবহারিক পরীক্ষার পূর্বে উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্রসমূহ যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। এ কোটায় শুধুমাত্র শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদনকারীরা আবেদন করতে পারবে।
(ঝ)	**দলিত জনগোষ্ঠী কোটাঃ (DQ)**
	সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের স্বীকার জনগোষ্ঠী যারা অবহেলিত ও অনগ্রসর [যেমনঃ জলদাস, ধোপা, নাপিত, হাজাম, হরিজন (মেথর, ডোম ইত্যাদি), বেদে, হিজড়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠী] তারা এ কোটার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তারা কোন্ জনগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক/স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি এর নিকট থেকে সনদপত্র অথবা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।

	বি.দ্রঃ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের নির্বাচন মাননীয় সভাপতি, ভর্তি কমিটি, চ.বি. এর সভাপতিত্বে "২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি"-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
২২.	ভর্তির সাধারণ নিয়মাবলীঃ
২২.১	(ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।
(ক)	ফলাফল প্রকাশের ভিত্তিতে সাধারণ ও কোটার আসনে উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
(খ)	১ম পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, "অনুষদ উন্নয়ন ফি" ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ও "শিক্ষা সহায়ক ফি" ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ. বি. ওয়েব সাইটে নোটিশ দিবেন)
(গ)	আবেদনকারীদের বিষয় পছন্দক্রমঃ অনুযায়ী ২য়, ৩য়, ৪র্থ.....(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশন চলমান থাকবে। এক্ষেত্রে কোন মাইগ্রেশন ফি প্রযোজ্য হবে না। তবে কোন ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী যে কোন পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন পেয়ে পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রাপ্ত বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পেতে অনিচ্ছুক হলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) করার আবেদন করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে আবেদনে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটরের সম্মতি/অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আইসিটি সেল বা হেল্প ডেস্কে যোগাযোগপূর্বক স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) নিশ্চিত করতে হবে।
(ঘ)	এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম .....(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর নতুনভাবে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি ওয়েবসাইটে নোটিশ দিবেন) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আবেদনকারী উল্লিখিত কাগজপত্র ও ফি জমা না দিলে (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন আর বিবেচনা করা হবে না।
(ঙ)	উল্লেখ্য, ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে এমন সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা কার্যক্রম শেষে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর উক্ত মনোনয়ন প্রাপ্ত আবেদনকারীদের উপরোক্ত 'খ'/'গ'/'ঘ' নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

(চ)	প্রাথমিকভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু কোন আবেদনকারী ইউনিট পরিবর্তন করতে চাইলে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার পূর্বে ভর্তিকৃত ইউনিটে "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি বাবদ যে অর্থ পরিশোধ করেছে তা অফেরতযোগ্য। যথাযথভাবে আবেদন পাবার পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেরত দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে পরিবর্তিত ইউনিটে ভর্তির সময় নিয়মানুযায়ী মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা এবং "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ইউনিট পরিবর্তন ফি প্রযোজ্য হবে না।
(ছ)	সকল কোটায় উত্তীর্ণ ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে উপরোক্ত ২২.১ (ক থেকে চ)-এ বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। (কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি. ওয়েবসাইটে যথাসময়ে নোটিশ ইস্যু করা হবে)
২২.২	(চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
(ক)	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে। SIF পূরণ এর সময় Student ID স্বয়ংক্রিয়ভাবে Generate হবে। SIF পূরণ এর পর SIF ও ব্যাংক রশিদ ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিতে হবে।
(খ)	প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অনলাইনে Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রশিদ পূরণ করে ইহা ডাউনলোডপূর্বক ০২ (দুই) টি করে A4 সাইজের প্রিন্ট কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/কাগজপত্রসহ ব্যাংক রসিদে উল্লিখিত অর্থ (ভর্তি ফিস) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নগদ জমা নিবে। প্রতিটি বিভাগ/ ইনস্টিটিউট অফিস প্রতি কর্ম দিবস শেষে সকল ব্যাংক রসিদ এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকা বিবরণীসহ প্রাপ্ত সকল অর্থ (ভর্তি ফিস) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (ব্যাংক খোলার দিনসমূহে) অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা দিবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক সার্বিক বিষয় তদারকি করবেন। অগ্রণী ব্যাংক, চ.বি. শাখা কর্তৃপক্ষ অর্থ (ভর্তি ফিস) প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল ব্যাংক রসিদ যথাযথভাবে সীল ও স্বাক্ষর দিয়ে বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসকে সাথে সাথে ফেরত দিবে। পরবর্তীতে বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে ব্যাংক রসিদের একটি কপি (ছাত্র/ছাত্রী কপি) ফেরত দিবে। স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রশিদ এর একটি কপি সংরক্ষণ করবেন।
(গ)	উল্লেখ্য, অনলাইনে Student Information Form (SIF) ও ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রশিদ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে তার প্রোফাইল পেইজ থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
	বি.দ্রঃ (১) কোন আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি ফিস জমা না দিলে; (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার ভর্তির বিষয়টি আর বিবেচনা করা হবে না। (২) যে কোন ফিস জমা দেওয়ার নির্ধারিত শেষ তারিখের দিন কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস বা অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বন্ধ থাকলে অথবা অফিস বা ব্যাংকে কাজ না চলালে সেক্ষেত্রে অব্যবহিত

	পরবর্তী কর্ম দিবসই সংশ্লিষ্ট ফিস জমা দেয়ার শেষ সময় হিসেবে গন্য হবে।
২২.৩	ইউনিট অফিস ভর্তির জন্য আবেদনকারী নির্বাচন করে নির্বাচিত তালিকা ও নির্বাচিত আবেদনকারীদের ছবিসহ প্রবেশপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট অনুষদ/বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে প্রেরণ করবেন। আবেদনকারীরা অনলাইনে SIF পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দেয়ার পর SIF এর সঙ্গে প্রদত্ত ছবির সঙ্গে প্রবেশপত্রের সাথে ইউনিট অফিস থেকে প্রেরিত ছবি মিলিয়ে নিয়ে সঠিক বলে নিশ্চিত হওয়ার পর বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রশিদে স্বাক্ষর করবেন।
২২.৪	কোন আবেদনকারীকে ভর্তির ক্ষেত্রে একাধিকবার ভর্তি ফিস জমা দিতে হবে না। তবে যে সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে একবার ভর্তি ফিস জমা দেয়ার পর বিভাগ/ইনস্টিটিউট পরিবর্তন হবে সে সকল আবেদনকারীকে নতুনভাবে মনোনীত স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির সময়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফিস (প্রযোজ্য হলে) জমা দিতে হবে।
২৩.	**ভর্তি বাতিল এবং দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ**
২৩.১	**ভর্তি প্রত্যাহার/বাতিলের নিয়মঃ**
(ক)	কোন আবেদনকারী চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিকভাবে ভর্তি হয়ে যে কোন কারণে স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ০২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে স্বেচ্ছায় ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর দরখাস্ত লিখে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত **অফেরত যোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ** দরখাস্তটি ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর অফিসে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে হবে।
(খ)	কোন আবেদনকারী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভর্তি শেষে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্ব স্ব ইউনিটে ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হওয়ার পর বা স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর বা পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন কারণে স্বেচ্ছায় ভর্তি বাতিল করতে চাইলে তাকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক), রেজিস্ট্রার দপ্তর, চ.বি. বরাবর দরখাস্ত লিখে তাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সুপারিশসহ ভর্তি বাতিল ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত **অফেরতযোগ্য ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ** দরখাস্তটি রেজিস্ট্রার দপ্তরের একাডেমিক শাখায় জমা দিয়ে ভর্তি বাতিল করতে হবে।
২৩.২	**দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ**
(ক)	বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী একাধিক বিষয় বা একাধিক কোর্সে ভর্তি হওয়া শাস্তিমূলক অপরাধ।
(খ)	কোন আবেদনকারী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে তাকে পূর্বে ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহার করে ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় SIF এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। সময় স্বল্পতার কারণে বা যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন আবেদনকারী ভর্তির সময় ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি জমা দিতে অপরাগ হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফিস জমা দেয়ার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহার করে ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার দপ্তরের একাডেমিক শাখায় অবশ্যই জমা দিতে হবে। উক্ত এক মাস সময়ের পর কোন

	আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দ্বৈত ভর্তির অভিযোগ পাওয়া গেলে তখন তার কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাতিল করা হবে।
২৪.	ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলীঃ
(ক)	কোন আবেদনকারী Student Information Form (SIF)-এ কোন তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য বা ভুয়া তথ্য প্রদান করে বা জাল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের মাধ্যমে ভর্তি হলে সেই আবেদনকারীর ভর্তি বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
(খ)	কোন ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে কোন কাটাকাটি থাকলে বা ওভার রাইটিং করলে বা যে কোন প্রকার জিপি/জিপিএ বা পরীক্ষা পাশের বছর বা আবেদনকারীর নাম বা বিবরণ বা তথ্য বসিয়েছেন মনে হলে বা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেট দেখে সন্দেহ হলে সেই একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন আবেদনকারীকে ভর্তি করা হবে না।
(গ)	আবেদনকারীদের ভর্তি ফিস জমা দেয়ার জন্য ব্যাংক রশিদ Endorse করার সময় এবং ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা দু'টির সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে না। কোন আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত নিতে চাইলে তাকে আগে পূর্বে বর্ণিত ২৩.১ (ক)/(খ) নিয়মে ভর্তি বাতিল করতে হবে। তবে ভর্তির সর্বশেষ তারিখের ৬০ (ষাট) দিন পর উক্ত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে। স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।
	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হটলাইন: (সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত) **একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, চ.বি.:** 01555555158, 01556570088 **টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) :** 01556570077 E-mail: admission@cu.ac.bd **বিস্তারিত তথ্যাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে** (https://admission.cu.ac.bd) **পাওয়া যাবে।**